BANGALI - 107

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মূল আকীদার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লেখক :
ডঃ নাছের বিন আব্দুল করীম আল আক্ল

ভাষান্তরে :
আবু সালমান মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন আলী আহমদ

The Co-operative office for Call & foreigners Guidance at Sultanah

The Co-operative Office for Call & foreigners Guidance at Sultanah
Under the supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment and Call and Guidance
4240077 Fax 4251005 P.O. Box 92675 Riyadh 11663 E-mail: Sultanah22@hotmail.com

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের
মূল আকীদার
সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লেখক ঃ
ডঃ নাছের বিন আব্দুল করীম আল আক্ল

ভাষান্তরে ঃ
আবু সালমান মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন
আলী আহমদ

আর–রাওদা দাওয়া ও এরশাদ কার্য্যালয় ঃ
পোঃ বক্স ঃ ৮৭২৯৯ রিয়াদ ১১৬৪২ সৌদি আরব
ফোন– ৪৯১৮০৫১, ফ্যাক্স– ৪৯৭০৫৬১

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد (الروضة) ، ١٤١٧هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
العقل ، ناصر عبدالكريم
مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة/ ترجمة محمد مطيع الإسلام بن علي - الرياض.
٤٨ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك ٥ - ٣ - ٩١٢٠ - ٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١ . التوحيد ٢ . أهل السنة
أ . إبن علي ، محمد مطيع الإسلام (مترجم) ب . العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٧/١٥٣٣

رقم الايداع : ١٧/١٥٣٣
ردمك: ٥ - ٣ - ٩١٢٠ - ٩٩٦٠

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম তাঁর রাসূল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের উপর অতঃপর ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

বনু ইসরাঈল ৭২দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে তন্মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে শুধুমাত্র ঐ একটি দল জান্নাতে যাবে, যে দল আমি ও আমার সাহাবাদের পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

এই হাদীস থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মৌলিক বৈশিষ্ট হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ। অথচ মজার ব্যাপার হলো বহু নামধারী মুসলমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করাতো দূরের কথা

বরং ইসলামের দুশমনি করাই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরপরও সুযোগমত মুখভরা বুলি আওড়াবে যে, তারা আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের খাটি অনুসারী, বিদাতের কাণ্ডারীরাতো সদম্ভে বলে বেড়াবে যে তারাই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের একমাত্র কৃতি সন্তান। কবর পূজার মদমত্তে পাগল হয়ে পরনের কাপড়টুকুও ধরে রাখতে পারেনা, এমন ব্যক্তিকেও সুন্নি বলে আখ্যায়িত করা হয় !!! আর এ কারণে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের সমাজের অসংখ্য সরলপ্রাণ মুসলমান।

লেখক এই পুস্তিকাটিতে অতি সংক্ষেপে এবং চমৎকার ভাবে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। পাঠক গভীর মনোযোগ সহকারে পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করলে চিহ্নিত করতে পারবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সঠিক দল কোনটি। এই গুরুত্বকে সামনে রেখেই আমি পুস্তিকাটি বাংলায় ভাষান্তরিত করার প্রয়াসী হই।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে যথা সময়ে পুস্তিকাটির অনুবাদ শেষ করতে পেরে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি।

বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষাকে আরবী থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজটি খুব সহজ নয়। এ জন্য অনুবাদে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ কোন ভুল-ত্রুটি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে অনুবাদ-ককে অবহিত করার আমন্ত্রণ রইল।

পরিশেষে আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন আমীন।

–আবু সালমান মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন আলী আহমদ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই নিকট সাহয্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সমস্ত বিপর্যয় ও কুকীর্তি হতে রক্ষার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শনকারী নেই।

এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

এই বইটি আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আমার অসংখ্য ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের আবেদনে পুস্তিকাটি লিখতে ও প্রচার করতে প্রয়াসী হই। বইটিতে আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের আকীদা বিশ্বাস ও উহার প্রকৃত অবস্থা, সুস্পষ্ট ও সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বইটি লেখার সময় বিশেষভাবে আমি যে বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি তাহলো শরীয়ত সম্মত ভাষা ও পরিভাষার প্রয়োগ যা নাকি বর্ণিত হয়েছে আমাদের

সম্মানিত ইমামগণদের নিকট থেকেই আর এজন্যই আমি আমার আলোচনায় বিস্তারিত ব্যখ্যা বিশ্লেষণ, প্রমাণপঞ্জি বা অন্যের উদৃতি উপস্থাপন কিংবা কোন কথার উপর টীকা লেখার পথ পরিহার করেছি, যদিও তা ছিল অপ - রিহার্য। এর আরেকটি কারণ আমার ইচ্ছাও ছিল যে বইটির কলেবর বৃদ্ধি না করে অল্পখরচে ও সহজভাবে ইহাকে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া।

আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের ইহা একটি সার সংক্ষেপ মাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে কোন পূর্ণ কলেবর বইয়ের মাধ্যমে এই পুস্তিকার অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদান করা যাবে।

গুরুত্ব যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ওলামা ও মাশায়েখগণের সমীপে আমি বইটি উপস্থাপন করি।

১– আশ্ শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাছের আল বাররাক
২– আশ্ শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল্ গোনায়েম
৩– ডঃ হামযা বিন হোছাইন আল পেয়ের
৪– ডঃ সফর বিন আব্দুর রহমান আল্ হাওয়ালী

বইটি পড়ে তাঁরা অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তাঁদের মতামত পেশ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর টীকা সংযোজন করেন।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কামনা করি তিঁনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে একান্ত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। দুরুদ ও সালাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা ও পরিবার–পরিজনের উপর।

ডঃ নাসের বিন আব্দুল করীম আল্ আক্ল
৩/৯/১৪১১ হিজরী

মূখবন্ধ

আকীদার অর্থ

আভিধানিক দিক থেকে আকীদাহ্ শব্দ উৎকলিত হয়েছে, আক্‌দুন, তাওসীকুন, ইহ্‌কামুন ইত্যাদি শব্দ থেকে। অর্থাৎ বাঁধা, দৃঢ় করা ইত্যাদি।

পরিভাষায় আকীদাহ্ বলতে বুঝায় ঃ সন্দেহাতীত প্রত্যয় এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে।

তাহলে ইসলামী আকীদা বলতে বুঝায় ঃ আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অনিবার্য কারণেই আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্যকে মেনে নেওয়া, এবং ফিরিশ্‌তা, আসমানী কিতাবসমূহ, সকল রাসূল, কিয়ামত দিবস, তাকদীদের ভাল মন্দ, কুরআন হাদীসে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সকল গায়েবী বিষয় এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত সকল তত্বমূলক বা কর্মমূলক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

পূর্বসূরী বা সালফে সালেহীন ঃ

সালফে সালেহীন বলতে বুঝায় প্রথম তিন সোনালী যুগের লোকদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও আমাদের

সম্মানিত হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামগণ।
আর তাদের অনুসরণকারী এবং তাঁদের পথ অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁদের প্রতি সম্বোধন করত সালাফী বলা হয়।

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত ঃ

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের অনুরূপ পথের অনুসারী। তাদেরকে আহলুস্ সুন্নাহ বলা হয় এই মর্মে যে, তাঁরা রাসূল সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসের অনুসারী এবং তাঁর সুন্নাতের অনুগত এবং তাদেরকে আল্ জামায়াত বলা হয় এই মর্মে যে, তাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামদের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হন নি, এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণ একমত হয়েছেন তারা তাঁর অনুসরণ করে, তাই এই সমস্ত কারণেই তাঁদেরকে আল জামায়াত বলা হয়।

এছাড়া রাসূলের সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে কখনো তাদেরকে আহলে হাদীস, কখনো আহলুল আ'সার, কখনো অনুকরণকারী দল, বা সাহায্যপ্রাপ্ত ও সফলতা লাভকারী দল বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণের মূল উৎস এবং উহার প্রমাণপঞ্জি উপস্থাপনের পদ্ধতি

১. ইসলামী আকীদা গ্রহণের মূল উৎস কুরআনে করীম, সহীহ্ হাদীস ও সালফে-সালেহীনদের ইজমা।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব এমনকি, উহা যদি খবরে আহাদ ও হয়।(১)

৩. কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝার প্রধান উপাদান, কুরআন সুন্নারই অন্যান্য পাঠ, যার মধ্যে রয়েছে অপর আয়াত বা হাদীসের স্পষ্ট ব্যাখ্যা, এছাড়া আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন এবং আমাদের সম্মানিত ইমামগণ প্রদত্ত ব্যাখ্যা। এমনকি ভাষাগত দিক থেকে অন্য কোন অর্থের সম্ভাবনা থাকলেও সাহাবা, তাবেয়ীনদের ব্যাখ্যার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা গ্রহন করা যাবে না। সম্ভাব্য কোন অর্থ এর বিপরীত কোন অর্থ বহন করলেও তাঁদের ব্যাখ্যার উপরেই অটল থাকতে হবে।

---

(১) খবরে আহাদ ঐ হাদীসকে বলে যে হাদীস পরম্পরায় অসংখ্য সাহাবী হতে বর্ণিত হয়নি।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইসলামের মূল বিষয়বস্তু সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন, এজন্য দ্বীনের মধ্যে নতুন করে কোন কিছু সংযোজন করার কাহারো অধিকার নেই।

৫. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের সামনে আত্মসমর্পন করা। ধারণার বশঃবর্তী হয়ে বা আবেগপ্রবণ হয়ে অথবা বুদ্ধির জোরে বা যুক্তি দিয়ে কিংবা কাশফের দোহাই দিয়ে কুরআন সুন্নাহর বিরোধিতা করা যাবে না।

৬. কুরআন সুন্নার সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের কোন সংঘাত বা বিরোধ নেই। কিন্তু কোন সময় যদি উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় এমতাবস্থায় কুরআন সুন্নাহর অর্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭. আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে শরীয়ত সম্মত ভাষাও শব্দ প্রয়োগ করা এবং বিদাতী পরিভাষাসমূহ বর্জন করা এবং সংক্ষেপে বর্ণিত বিষয়সমূহ যা বুঝতে ভুল শুদ্ধ উভযেরই সম্ভাবনা থাকে, এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত বাক্য বা শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে সঠিক অর্থ নির্ণয় করা এবং ভুল ব্যাখ্যা পরিহার করা অপরিহার্য।

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ এবং মুসলিম উম্মাহও একটি নিষ্কলুষ জাতী। এ জাতী ভ্রান্তির উপরে একত্রিত হয় নি। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে মোহাম্মদ সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কেহই নিষ্পাপ নন।

আমাদের সম্মানিত ইমামদের মধ্যে এবং অন্যান্যদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে সূরাহার জন্য প্রত্যাবর্তন করতে হবে কুরআন ও সুন্নার দিকে। কিন্তু ইজতেহাদী ভুলের কারণে তাঁদের মর্যাদা সমুন্নতই থাকবে এবং তাঁদের প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ করতে হবে।

৯. ইসলামী সমাজে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ ও ইলহামপ্রাপ্ত অনেক মনীষী রয়েছেন। সুস্বপ্ন সত্য এবং ইহা নবুওতের একাংশ। মুমিনের ভবিষ্যতবাণী সত্য এবং উহা শরীয়ত সম্মতভাবে কারামত বা সুসংবাদের অন্তর্গত। তবে ইহা ইসলামী আকীদা বা শরীয়ার কোন মূল উৎস নয়।

১০. দ্বীনের কোন বিষয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয়।

তবে উত্তম পন্থায় আলোচনা সমালোচনা বৈধ। যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে শরীয়ত নিষেধ করেছে, তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। এমনিভাবে অজানা বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়াও মুসলমানদের জন্য অনুচিৎ, বরং ঐ অজানা বিষয় সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর উপর সোপর্দ করা উচিত।

১১. কোন বিষয় বর্জন বা গ্রহণের জন্য ওহির পথ অবলম্বন করতে হবে। বিদআ'তকে প্রতিহত করার জন্য বিদআ'তের আশ্রয় নেয়া যাবেনা। কোন বিষয়ে অতিরঞ্জিত করা যেমন ঠিক নয় তেমনিভাবে কোন বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতঃ অবহেলা করাও ঠিক নয়।

দ্বীনের মধ্যে নব সৃষ্ট সব কিছুই বিদআ'ত এবং এর মানেই হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তির পরিণতি জাহান্নাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞান ও বিশ্বাস বিষয়ক তাওহীদ

(তাওহীদুর্ রুবুবিয়্যাহ)

১. আল্লাহ্ তাআ'লার নাম ও সিফাতের বিষয়ে মূল আকীদা হলো– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র জন্য যে সমস্ত নাম ও সিফাত চয়ন করেছেন সেগুলোকে তুলনাহীনভাবে উহার রকম বা ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন না করে তাঁর জন্য তা প্রতিপন্ন করা। এবং যে সমস্ত নাম বা সিফাত আল্লাহ্ তাঁর জন্য ব্যবহার করেন নি বা রাসূল সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্কে যে সমস্ত নামে বিশেষিত করেন নি এমন ধরণের নাম আল্লাহ্র জন্য প্রতিপন্ন না করা অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ্র নিরিখে যেভাবে যা বর্ণিত হয়েছে উহাকে কোন প্রকার বিকৃতি বা সাদৃশ্য আরোপ না করে ঐভাবে বিশ্বাস করা আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"

অর্থাৎ ঃ কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় তিনি সব শুনেন ও দেখেন।

২. আল্লাহ্র নাম এবং সিফতাসমূহকে অন্য কিছুর সাথে উপমা দেওয়া বা ইহাকে অস্বীকার করা কুফরী। আর ইহাতে বিকৃতি করা যাকে বিদআ'তী সম্প্রদায়

ব্যাখ্যা বলে অবহিত করে থাকে। এর কিছু পর্যায় রয়েছে তন্মধ্যে কোন কোন বিকৃতি কুফরির সমতুল্য। যেমনটি করে থাকে বাতেনীয়া সম্প্রদায়, আবার কোন কোন বিকৃতি বিদআ'ত বা গোমরাহী এবং এর উদাহরণ হলো আল্লাহর সিফাত সমূহের অস্বীকারকারীদের ব্যাখ্যা। আর কিছু কিছু ব্যাখ্যা সাধারণ ভুল হিসেবে গণ্য করা যায়।

৩. ওহদাতুল ওজুদ[১] বা আল্লাহ সকল কিছুতেই বিরাজমান অথবা তিঁনি এবং সৃষ্টিকুল এক অভিন্ন সত্তা এ ধরণের আকীদা পোষণ করা কুফরী, এবং এর ফলে ঐ ব্যক্তি দ্বীনের গণ্ডী থেকে রেরিয়ে যাবে।

৪. সংক্ষেপে সমস্ত ফিরিস্তাদের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং তাঁদের নাম, গুণাবলী, কাজ ইত্যাদি বিষয় দলীল প্রমাণ সহকারে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা, এবং এও বিশ্বাস করা যে, ঐ সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন শরীফ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং ইহা দ্বারা অন্য সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহকে রহিত করা হয়েছে। আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রদ-বদল বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে, সেহেতু অনুসরণ করতে হবে একমাত্র কুরআনেরই।

---

(১) ইহা একটি পরিভাষাঃ এর অর্থ হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক করে দেখা

৬. সমস্ত নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান রাখা, এবং মানব জাতীর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি তাঁরাই, কেউ যদি এর বিপরিত নবীদের সম্পর্কে অন্য মত পোষণ করে তা হলে একারণে কুফরীতে নিমজ্জিত হবে।

যে সকল নবীর ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কুরআন বা সহীহ্ হাদীসে আলোচনা হয়েছে তাদের উপর নির্দিষ্টভাবে ঈমান আনতে হবে। বাকীদের উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে। আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদের সবার চেয়ে উত্তম এবং তিনি সর্বশেষ নবী, আল্লাহ্ তাঁকে সমস্ত বিশ্বমানবতার জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন।

৭. মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে ওহির ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়েছে এবং তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল, যে ব্যক্তি এর বিপরীত অন্য কোন আকীদা পোষণ করবে সে কুফরীতে নিমজ্জিত হবে।

৮. কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সকল সহীহ্ সংবাদ ও ইহার পূর্বে যে সমস্ত আলামত বা নিদর্শনাবলী সংগঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইহাতে বিশ্বাস রাখা।

৯. তাকদীরের ভালমন্দের উপর বিশ্বাস রাখা। আর তা হলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তাআ'লা

সকল কিছুর সৃষ্টির পূর্বেই তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এবং তিনি এ সমস্ত বিষয় তাঁর লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে, আর যা ইচ্ছে করেন না, তা হয় না, অতএব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হতে পারেনা। এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাসীন। তিঁনিই সকল কিছুর স্রষ্টা।

১০. দলিল প্রমাণ ভিত্তিক গায়েবের সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন, আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের শান্তি ও শাস্তি, পোলসিরাত, মিযান ইত্যাদি।

১১. কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, অন্যান্য নবীগণ, ফিরিস্তা ও নেক্ক ার লোকদের সুপারিশ প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা যা বলা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা।

১২. কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দান ও জান্নাতে সকল মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এবং যে ইহাকে অস্বীকার করবে, সে বক্রতা অবলম্বনকারী ও পথভ্রষ্ট।

১৩. নেক বান্দা এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের কেরামত সত্য। তবে প্রত্যেক আলৌকিক ঘটনাই কেরামত নয়, কখনো হতে পারে ইহা প্ররোচনা মাত্র। কখনো বা ইহা শয়তানের প্রভাবে বা মানুষদের যাদুর

প্রতিক্রিয়ায় ঘটে থাকে। বিশেষ করে এ সমস্ত বিষয় ও কেয়ামতের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড হলো কুরআন ও সুন্নাহ অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক না হলে উহাকে কারামত বলা যাবে না।

১৪. প্রত্যেক মু'মিনই আল্লাহর ওয়ালী বা বন্ধু। তবে এই বেলায়েত বা বন্ধুত্বের মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে এর পরিমাণ নির্ণয় করা হবে ঈমানের মজবুতী অনুযায়ী।

তৃতীয় অধ্যায়

ইচ্ছা বা কর্মমূলক তাওহীদ
(তাওহীদুল উলুহিয়্যা)

আল্লাহ্ এক, একক, তাঁর রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, নামসমূহ্ এবং গুণসমূহের কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক এবং ইবাদতের তিঁনিই একমাত্র অধিকারী।

২. দোয়া, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা, ত্রাণ চাওয়া, মান্নাত, জবেহ্, ভরসা, ভয়ভীতি, আশা, ভালোবাসা এমনি ধরনের সকল ইবাদাত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা শির্ক।

৩. ভয়ভীতি, আশা ও ভালোবাসা সহকারে আল্লাহর উপাসনা করা হলো ইবাদতের মূল, আল্লাহর আংশিক ইবাদত করা পথ ভ্রষ্টতার লক্ষণ, কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় না করে বা তার রহমতের আশা না করে শুধুমাত্র তাঁর ভালোবাসায় উপাসনা করে ঐ ব্যক্তি জেন্দিক (১) এবং যে শুধুমাত্র

---

(১) জেন্দিক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করে বটে কিন্তু ভেতরগতভাবে কাফের।

আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেনা বা তাঁর রহমতের কামনা করে না ঐ ব্যক্তি হারুরী [১]। আর যে শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতের আশায় তাঁর ইবাদতে করে। সে মুরজেয়াদের অন্তর্গত।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা, তাঁদের আনুগত্য করা এবং তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকা। ইহা ব্যতীত, আল্লাহর সার্বভৌমত্তের প্রতি ঈমান হলো তাঁর উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়্যাতেরই অংশ, তাহলে বুঝা গেল যে, সার্বভৌমত্বের বিষয়েও আল্লাহর কোন অংশীদার নেই। যে বিষয়ে আল্লাহর অনুমোদন নেই, উহাকে বিধান মনে করা বা খোদাদ্রোহী শক্তির নিকট ফয়সালা চাওয়া অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়ত ব্যতীত অন্য বিধানের অনুসরণ করা বা ইসলামী বিধানে কোন প্রকার পরিবর্তন করা কুফরী। কেউ যদি মনে করে যে, ইসলামী বিধান বাদ দিয়ে চলার অধিকার তার রয়েছে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

৫. আল্লাহর অবতীর্ণ আইন ব্যতীত অন্য আইন দিয়ে শাসন করা বড় কুফুরী, কিন্তু অবস্থার আলোকে কখনো ইহা ছোট কুফুরীর পর্যায়ে পড়বে।

---

(১) হারুরী বলতে খারেজী সম্প্রদায়কে বুঝায়।

বড় কুফুরী হবে তখন যখন আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের অনুকরণকে বাধ্যতামূলক মনে করবে অথবা অন্য আইন দিয়ে শাসন করাকে বৈধ করে নিবে।

আর ছোট কুফুরী হবে তখন, যখন অল্লাহর আইনকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিয়ে কোন কোন বিষয়ে মনগড়া আইন দিয়ে ফয়সালা করে।

৬. দ্বীনকে হাকীকত ও শরীয়তে ভাগ করা এবং মনে করা যে, হাকীকাত পর্যন্ত পৌছতে পারে শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ওয়ালী বুজুর্গগণ এবং যারা এ পর্যায়ে পৌছাবে তাদের উপর শরীয়াতের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, বাধ্যতামূলক শরীয়ত পালন করবে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ, এমনিভাবে রাজনীতি ও এরূপ অন্যান্য বিষয়কে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করা ভণ্ডামী ও ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থি হাকিকাত, মারেফত, রাজনীতি সকল কিছুই অবস্থার আলোকে কুফরী বা পথ ভ্রষ্টতার অন্তর্ভূক্ত হবে।

৭. অদৃশ্য বা গায়েবের বিষয়াদি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআ'লা জানেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ গায়েব জানে এমন ধারণা পোষণ করা কুফরী, তবে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা অনেক সময় গায়েবসংক্রান্ত অনেক বিষয় তাঁর রাসূলদেরকে পরিজ্ঞাত

করে থাকেন।

৮. জ্যোতিষ ও গণকদের কথা বিশ্বাস করা কুফুরী এবং কোন কিছু গণনা বা পরীক্ষার জন্য তাদের নিকট যাওয়া কবীরা গুনাহ্।

৯. কুরআন শরীফে যে উসিলায় কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো ঐ সমস্ত ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়।

উসিলা অবলম্বনের পর্যায় তিনটি ঃ

এক ঃ বৈধ

আর তাহলো আল্লাহ্ তাআ'লার নামও তাঁর সিফাত সমূহের মাধ্যমে বা ব্যক্তির নিজের নেক আমলের মাধ্যমে অথবা কোন নেক্কার লোক দ্বারা দোয়া করার মাধ্যমে উসিলা তালাশ করা ।

দুই ঃ বিদআ'ত

আর তাহলো শরীয়ত পরিপন্থি কোন পথে উসিলা তালাশ করা, যেমনঃ নবী–রাসূল বা নেক্কার লোকদের সত্ত্বার দোহাই দিয়ে, কিংবা তাঁদের মহিমা বা সাধুতা ও পবিত্রতার দোহাই দিয়ে উসিলা তালাশ করা।

তিন ঃ শিরক্

এর উদাহরণ যেমন ইবাদতের জন্য মৃতব্যক্তিকে মাধ্যম বানানো অথবা তাদেরকে আহবান করা, ডাকা বা তাদের নিকট সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য চাওয়া।

১০. কোন কিছু বরকতময় বা মঙ্গলময় হয়ে থাকে আল্লাহর পক্ষ হতে, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্ট

কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বিশেষ বরকত দান করতে পারেন। এবং কোন কিছুর বরকতময় হওয়ার বিষয়টা নির্ভর করবে দলিল প্রমাণ সাপেক্ষে।

বরকতের অর্থ হলো কল্যাণ বা মঙ্গলের আধিক্য, বৃদ্ধি বা স্থায়িত্ব, স্থান-কাল পাত্রভেদে অনেক সময় এই বরকত স্থায়ীত্ব লাভ করে থাকে।

আল্লাহ্ বরকত সময়ের মধ্যে দিতে পারেন। যেমন ঃ কদরের রাত্রি এবং স্থানের মধ্যে বরকতের উদাহরণ। যেমন ঃ কাবা শরীফ, মসজীদে নববী এবং মসজিদে আকসা।

বরকত কোন বস্তুর মধ্যে হতে পারে। যেমন ঃ যমযমের পানি এবং আমলের মধ্যে সমস্ত নেক আমলই বরকতময়।

আল্লাহ্ ব্যক্তির মধ্যে বরকত দিতে পারেন। যেমনঃ ব্যক্তি হিসাবে সমস্ত নবীদের জীবন বরকতময় কিন্তু কোন ব্যক্তি সত্তার নামে বা কাহারো স্মৃতি বা নিদর্শনের মাধ্যমে বরকত কামনা করা জায়েজ নয় শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তা বা তাঁর স্মৃতি জড়িত বিষয় থেকে তাঁর জীবদ্দশায় বরকত কামনা জায়েজ বলে, দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু রাসূলের মৃত্যু ও তাঁর স্মৃতি জড়িত বিষয়সমূহ তিরোহিত হবার পর এই হুকুম রহিত হল।

১১. বরকত এবং শুভ লক্ষণ আল্লাহ্ প্রদত্ত জিনিস এবং কোন বস্তু থেকে শুভকামনা করা দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে।

১২. কবর জিয়ারত এবং কবরের নিকট মানুষ যে সমস্ত কাজ করে থাকে তা তিন প্রকার ঃ

প্রথম ঃ শরীয়ত সম্মত যেমন ঃ আখেরাতকে স্মরণের উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত করা, এবং কবরবাসী – দের উপর সালাম ও তাদের জন্য দোয়া করা।

দ্বিতীয় ঃ বিদাত বা অভিনব পন্থায় যা তাওহীদ পরিপন্থী ।

যার কারণে শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন ঃ আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কবরে গমন করা অথবা কবরের নিকট কল্যাণ কামনা করা বা কবর পাকা করা, ইহাকে সুসজ্জিত করা ও বাতি দেওয়া অথবা কবরকে মসজিদ বা নামাযের স্থান বানানো কিংবা বিশেষ কোন কবরকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ করা ইত্যাদি।

এ ধরণের কাজ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং শরীয়তে এর কোন স্থান নেই।

তৃতীয় ঃ শিরকী যা তাওহীদ পরিপন্থি ।

কবরের নিকট এমন কাজ কর্ম করা যা নির্ভেজাল শিরক ও তাওহীদ পরিপন্থী, যেমন কবরস্থ ব্যক্তির জন্য ইবাদত করা বা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে আহবান করা, ডাকা এবং কবরস্থ ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া বা কবরের চারপার্শে তাওয়াফ করা অথবা ইহাকে উদ্দেশ্য করে মান্নত করা বা কোন প্রাণী জবেহ করা ইত্যাদি।

১৩. অন্য কিছুকে মাধ্যম করার পেছনে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, এ জন্য শিরক বা বিদআতের প্রতি আকৃষ্টকারী সকল কাজ বন্ধ করা উচিত আর দ্বীনের মধ্যে সৃষ্ট অভিনব সকল কাজই বিদআত এবং বিদআতের শেষ পরিণতি পথভ্রষ্ট হওয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

আল ঈমান

১. ঈমান কথা ও কাজের নাম যা বাড়ে ও কমে। অতএব ঈমান হলো–অন্তর ও মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তর মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজের নাম।

অন্তরের কথা হলো বিশ্বাস করা, মুখের কথা হলো স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরের কাজ হলো একনিষ্ঠতা ও মহব্বতের সাথে সমস্ত পূণ্যের কাজকে স্বীকার করা, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ হলো–আদেশকৃত সমস্ত কাজকে বাস্তবায়িত করা এবং নিষেধকৃত সমস্ত কাজ বর্জন করা।

২. আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা মুরজেয়া সম্প্রদায়ের কাজ এবং দ্বীনের মধ্যে অভিনব সকল কিছুই বিদআ'ত।

৩. যে ব্যক্তি "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ"

(লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)

এর সাক্ষ্য দান এবং মুখে উহার উচ্চারণ করবেনা, তাকে দুনিয়া বা আখেরাত কোন অবস্থাতেই ঈমানদার বলা যাবেনা এবং সে ঈমানের আওতায় পড়বে না।

৪. ইসলাম ও ঈমান দু'টি শরয়ী পরিভাষা, কখনও কখনও পরিভাষা দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনও বা একটি অপরটির সম্পূরক। অতঃ ঈমানের অনুসারী সকল ব্যক্তিই মুসলমান।

৫. কবীরা গুণাহকারী ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে না। দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাকে দুর্বল ঈমানদার বলা হবে। এবং তার আখেরাতের বিষয় আল্লাহর ফয়সালার উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন বা শাস্তি দিতে পারেন।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী একজন মু'মেন গুণাহের কারণে শাস্তি ভোগ করলেও শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবেনা।

৬. নির্দিষ্টভাবে কোন আহলে কিবলা বা মুসলমান কে বেহেশ্তী বা জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। তবে হ্যাঁ শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আখ্যায়িত করা যাবে যাদের বিষয় কুরআন সুন্নাতে উল্লেখিত হয়েছে।

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরি দুই প্রকার ঃ

এক ঃ বড় কুফরী। এ ধরণের কুফরীর কারণে একজন ব্যক্তি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে।

দুই ঃ ছোট কুফরী। এ ধরণের কুফরীর কারণে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে না, কখনো এই কুফরীকে আমলী বা কার্যত কুফরী বলা হয়।

৮. ইসলামী বিধান মতে কাউকে কাফির বলে আখ্যায়িত করার একমাত্র ভিত্তি হবে কুরআন সুন্নাহ, শরীয়ত সম্মত কোন দলিল প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বা কাজের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট করে কোন মুসলমানকে কাফির বলা জায়েজ নয়, এমনকি কোন কথা বা কাজ

কুফরীর পর্যায়ে পড়লেও ঐ কারণে যে কাউকে নির্দিষ্ট করে কাফের বলতেই হবে এমনটি নয়, হাঁ, ঐ পর্যায়ে কাউকে কাফের বলা যেতে পারে যখন তার মধ্যে কুফরীর সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়, এবং তাকে এ নামে সম্বোধন করতে কোন প্রকার বাধা না থাকে। বস্তুতঃ কাহারো উপর কুফরীর হুকুম প্রয়োগ করা খুবই জটিল ও মারাত্মক বিষয় এ জন্য কোন মুসলমানকে কাফের বলার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।

পঞ্চম অধ্যায়

আল্‌কুরআন আল্লাহর বাণী

১. বর্ণ ও অর্থ উভয় অর্থেই পবিত্র কুরআন শরীফ আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী, ইহা আল্লাহর সৃষ্টি নয়, তার থেকেই এর শুরু এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে। ইহা এক অকাট্য মোজেযা যার দ্বারা প্রমাণিত হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতা এবং এই কুরআন সংরক্ষিত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

২. আল্লাহ তাআ'লা যার সাথে যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন, তার কথা বাস্তব বর্ণ ও আওয়াজের সমন্বয়ে গঠিত কিন্তু ইহার অবস্থা ও প্রকার আমাদের জানার বাইরে এবং এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াও অনুচিত।

৩. কুরআন শরীফ এক অন্তর্নিহিত ভাবের নাম বা ইহা একটি ঘটনা প্রবাহ মাত্র অথবা ইহা শুধুমাত্র ভাষা ও বুলির অভিব্যক্তি, কিংবা ইহা রূপক বা ইহা এক অসাধারণ উৎকর্ষের নাম, কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য হচ্ছে পথ ভ্রষ্টতা ও বক্রতার পরিচয়, আবার কখনো এ ধরণের উক্তি কুফরী।

৪. কুরআনের কোন অংশকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা অথবা মনে করা যে ইহা ত্রুটিপূর্ণ বা ইহাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে অথবা ইহা বিকৃত, যে কুরআন

সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করবে সে কাফের।

৫. সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ যে পদ্ধতীতে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক ঐ পদ্ধতিতেই ইহার ব্যাখ্যা করা উচিত। এবং কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা নাজায়েয। কেননা এমনটি হবে অজ্ঞাতসারে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা।

বাতেনীয়া সম্প্রদায় ও তাদের অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত কুরআনের ব্যাখ্যা করা কুফরী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্‌তাকদীর

ঈমানের স্তম্ভগুলোর অন্যতম একটি স্তম্ভ তাকদীরের ভাল–মন্দ আল্লাহর হাতে এ বিশ্বাস পোষণ করা। এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো এই যে ঃ

১. ভাগ্য সম্পর্কিত কুরআন সুন্নাহর সমস্ত কথায় বিশ্বাস করতে হবে সেগুলো হলোঃ আল্লাহর জ্ঞান, লিখন, ইচ্ছা, সৃষ্টি ইত্যাদি এবং বিশ্বাস করা যে আল্লাহর ফয়সালাকে রদ করার মত কোন শক্তি নেই এবং কাহারো তাঁর হুকুমের সমালোচনা করার অধিকার নেই।

২.কুরআন সুন্নায় বর্ণিত ইরাদা ও আদেশ দুই প্রকার।

(ক) পূর্বাহ্নেই স্থিরকৃত আল্লাহর সৃষ্ট ইরাদা ও আদেশ

(খ) আল্লাহর নিয়ম সম্মত ইরাদা ও আদেশ যে অনুযায়ী চলার উপর তিনি রাজী থাকেন।

আল্লাহর সৃষ্টিজীবদেরও ইচ্ছা এবং ইরাদা রয়েছে তবে সে সমস্ত ইরাদা আল্লাহর ইরাদার অনুগত।

৩. কোন ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করা বা পথ ভ্রষ্ট করার একমাত্র অধিকার আল্লাহর হাতে, যাকে তিনি হেদায়েত দান করেছেন, তা তাঁর একান্ত অনুগ্রহেরই দান করেছেন এবং আল্লাহর হুকুমে যে পথভ্রষ্ট হবে তা হবে তার প্রতি আল্লাহর ন্যায় বিচার।

৪. সৃষ্ট জীব ও তাদের কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি, অন্য কেহই ইহার স্রষ্টা নন। মানুষ ইহাকে কাজে পরিণত করে থাকে।

৫. সকল কাজের পেছনে যে আল্লাহর হেকমত নিহিত আছে ইহাকে সত্য মনে করা, আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, সমস্ত উপায় উপাদানের প্রভাব আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

৬. মানব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ মানুষের হায়াত, মউত, রিযেক, ভাগ্যের ভাল-মন্দ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৭. বিপদ ও কষ্টের বিষয়ে তাকদীরের যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কিন্তু পাপ কাজের বিষয়ে তাকদীরের যুক্তি দেখানো ঠিক নয়, কেউ এমনটি করলে তাকে তাওবা করতে হবে এবং এজন্য তাকে ভৎর্সনা করা হবে।

৮. দুনিয়াতে চলার জন্য যে সমস্ত উপায় উপাদানের প্রয়োজন এ সবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার অর্থ হলো আল্লাহর একত্বের সাথে শিরক করা অপরদিকে দুনিয়ার আসবাব বা উপায় উপাদান হতে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হওয়ার অর্থ হলো ইসলামী শরীয়তকে কলঙ্কিত করা। বস্তু ও উপায় উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা শরীয়ত ও বুদ্ধি-বিবেক পরিপন্থী এবং আল্লাহর উপর ভরসার অর্থ এই নয় যে, কোন প্রকার উপায় উপাদান অবলম্বন করা যাবে না।

সপ্তম অধ্যায়

আল জামায়াত ও আল ইমামত

(সংঘবদ্ধ জীবন ও নেতৃত্ব)

১. এখানে জামায়াত বলতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীদের বুঝান হয়েছে এবং এই দলই হলো পরিত্রাণ প্রাপ্ত দল, যে ব্যক্তি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে ব্যক্তি ঐ জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত, যদি প্রাসঙ্গিকক্রমে কোন ভুলক্রটিও করে থাকে।

২. দ্বীনের মধ্যে বিভেদ বা দলাদলি ও মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা জায়েজ নয়। কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখাদিলে কুরআন, সুন্নাহ ও আমাদের পূর্বসূরীদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

৩. জামায়াত থেকে বেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে সৎ পরামর্শ দেওয়া এবং এর প্রতি আহবান করা উচিত। এছাড়া তাঁর সাথে সুন্দর পন্থায় বুঝাপড়া করা এবং কুরআন হাদীসের দলিল প্রমাণ পেশ করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া প্রয়োজন এরপর তাওবা করে ফিরে আসলেতো ভালই নচেৎ শরীয়তের বিধানে যে শাস্তি ভোগ করা দরকার তাই করবে।

৪. কুরআন, হাদীস ও ইজমার সুষ্পস্ট ভিত্তিতে সর্বস্তরের মানুষকে নিরিক্ষণ করা উচিত। এছাড়া সাধারণ

মানুষকে তাত্ত্বিক ও সুক্ষ্ম বিষয়াদি দ্বারা নিরিক্ষণ করা উচিত নয়।

৫. ঐ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানদের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত, যে পর্যন্তনা তাদের থেকে ইসলাম পরিপন্থী কোন কাজ পরিলক্ষিত না হয়।

সাধারণ মানুষের কথাকে শ্রদ্ধা করা ও উত্তম বলে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির দুশমনি ফাঁস হয়ে যাবার পর উহাকে ধামা–চাপা দেওয়ার জন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবেনা।

৬. কিবলার অনুসারী কিন্তু কুরআন–সুন্নাহর পরিপন্থী সকল দলই ধ্বংস ও জাহান্নামের শাস্তির সংবাদপ্রাপ্ত। তাদের ও অন্যান্য শাস্তির সংবাদপ্রাপ্তদের একই হুকুম। তবে কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিকভাবে মুসলমান কিন্তু ভেতরগতভাবে কুফরী করে তাহলে তার হুকুম ভিন্ন। সার্বিক ভাবে ইসলাম পরিপন্থী সমস্ত দলই কাফের, তাদের ও ধর্ম–ত্যাগী মোরতাদদের একই হুকুম।

৭. জুমআ'র নামায এবং সংঘবদ্ধ জীবন ইসলামের অন্যতম দুটি নিদর্শন।

কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত অবস্থা না জেনে তার পেছনে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে, এবং কারো ব্যক্তিগত অবস্থা না জানার দোহাই দিয়ে তার পেছনে নামায পড়া থেকে বিরত থাকা বিদআ'ত।

৮. কোন ব্যক্তির বিদআ'ত বা অপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়লে এবং এমতাবস্থায় অন্যা কারো পেছনে নামায আদায় করার সুযোগ থাকলে ঐ ব্যক্তির পেছনে নামায আদায় করা অনুচিত, তবে যদি নামায পড়ে ফেলা হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে, তবে মোক্তাদী এ কারণে গুণাহগার হবে। কিন্তু যদি বড় ধরণের কোন ফিতনা ঠেকাবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করে, তাহলে গুণাহগার হবে না। আর যদি অন্য ঈমাম ও এই বিদআ'তী ইমামের অনুরূপ হয় অথবা তার চাইতে আরো খারাপ হয় তাহলে এমতাবস্থায় ঐ ইমামের পেছনেই নামায আদায় করতে হবে। এবং এ অজুহাতে জামাত ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়লে কোন অবস্থাতেই তার পেছনে নামায আদায় করা যাবে না।

৯. রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে অথবা দেশের প্রধান প্রধান আলেম ও দায়িত্ববান ব্যক্তিদের যারা ইসলামের দৃষ্টিতে সকল কাজের ভাঙ্গা-গড়া এবং সমাধানে সক্ষম, তাদের বাইয়াত গ্রহন করার মাধ্যমে। যদি কেউ জোর করে ক্ষমতা দখল করে এরপর জনগণ যদি তার শাসন মেনে নেয় তাহলে সৎভাবে তার আনুগত্য করা, তাকে সৎ-উপদেশ দেওয়া সকলের উপর ওয়াজিব এবং তার সাথে বিদ্রোহ করা অবৈধ। বিদ্রোহ করা যাবে তখন যখন তার নিকট হতে সুস্পষ্ট কোন কুফরী পরিলক্ষিত হবে।

১০. মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অন্যায়মূলক কোন আচরণ করলেও তাদের পেছনে নামায আদায় করা বা তাদের সাথে হজ্জ করা এবং তাদের নেতৃত্বে জিহাদ করা ওয়াজিব।

১১. পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করা হারাম। মূর্খতামুলক জেদা-জেদি করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র যুদ্ধ করা উচিত হবে বিদআ'তী, খোদাদ্রোহী এবং এদের মত অন্যান্যদের সাথে, তাও অবস্থা পর্যালোচনা করার পর যদি মনে করা হয় যে এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

১২. সাহাবায়ে কেরামগণ প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ন এবং মুসলিম উম্মার সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি, দ্বীনের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামদের ঈমান ও ফজিলতের স্বীকৃতি দেয়া একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। এবং তাঁদেরকে মহব্বত করা দ্বীন ও ঈমানের দাবী। এছাড়া তাঁদের সাথে দুশমনি করা কুফরী ও মোনাফেকী। তাঁদের মাঝে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মতবিরোধ বা বিবাদ হয়েছে তা নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্মানের ক্ষতিকর বিষয় আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত।

তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং এই চার জনকেই বলা হয় খোলাফায়ে রাশেদা,

ক্রমানুসারে তাঁদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩. প্রত্যেক মুসলমানের নিকট দ্বীনের অন্যতম আরো একটি দাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিবার পরিজনকে ভালোবাসা এবং তাঁদেরকে আপন মনে করা এবং তাঁদের স্ত্রীদের সম্মান ও তাঁদের মর্যাদা অনুধাবন করা। দ্বীনের আরো দাবী সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ীন ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী সকল আলেমদের ভালোবাসা এবং বিদআ'তী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা।

১৪. আল্লাহর পথে জিহাদ করা ইসলামের প্রধান কাজগুলোর অন্যতম একটি কাজ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ চলতেই থাকবে।

১৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন এবং ইসলামী জামাতকে টিকিয়ে রাখার ইহা একটি উত্তম হাতিয়ার, সমর্থ অনুযায়ী এ কাজ করা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব এবং অবস্থার আলোকে এ দায়িত্বকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উহার পরিচয়

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত ও সাহায্য প্রাপ্ত দলও বলা হয়। এ জামায়াতের লোকদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাদের কিছু নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে উহা বর্ণিত হল ঃ

১. তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও গবেষণার মধ্যদিয়ে ইহার গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসকে জেনে-বুঝে এবং সহীহ হাদীসকে দুর্বল হাদীস হতে চিহ্নিত করে হাদীসের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর কারণ হলো কুরআন ও সুন্নাহই তাদের জ্ঞানের মূল উৎস, এছাড়া তাঁরা জ্ঞান অর্জন করে উহাকে আমলে পরিণত করেন।

২. পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করা এবং পুরো কুরআনের উপর বিশ্বাস করা অর্থাৎ তারা কুরআনে আলোচিত শাস্তি পুরস্কার ... আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনাকারী সমস্ত আয়াতের উপর বিশ্বাস রাখেন।

এবং তারা সমন্বয় সাধন করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্য ও বান্দার ইচ্ছা এবং কর্মের মধ্যে, তেমনি সমন্বয় বজায় রাখেন ইলম ও ইবাদাত, শক্তি ও রহমত,

উপায় অবলম্বন ও উহা বর্জনের মধ্যে।

৩. তারা কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করেন এবং বিদআ'তকে পরিহার করেন, সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করেন এবং ধর্মের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সকল পথ বর্জন করেন।

৪. তাঁরা হেদায়েত পাওয়ার জন্য সহাবা এবং তাবেয়ীন যাঁরা ছিলেন ন্যায় পরায়ন ও হেদায়েতের ধারক ও বাহক তাদের পথকে অনুসরণ করেন এবং যারা সাহাবায়ে কেরামদের বিরোধিতা করে তাদেরকে পরিহার করেন।

৫. তাঁরা মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী ঃ অর্থাৎ আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে না তারা অতিরঞ্জিতকারীদের মত না এ বিষয়কে তুচ্ছ ও অনীহা পোষণকারীদের মত। এভাবে সমস্ত কাজকর্ম এবং আচার ব্যবহারে তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী।

৬. সব সময় তারা মুসলমানদের সত্য পথে এবং তাওহীদের উপর একত্রিত করার জন্য এবং তাঁদের মাঝে অনৈক্যসৃষ্টিকারী সমস্ত কিছুকে দূরীভূত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

কাজেই দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলিতে মুসলিম উম্মার মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু সুন্নাত ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে। আর তারা শুধুমাত্র ইসলাম ও সুন্নাতের ভিত্তিতেই শত্রুতা বা বন্ধুত্ব করেন।

৭. তাঁদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো–তাঁরা আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন। আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। রাসূলের সুন্নাতকে জীবিত করেন, দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করেন এছাড়া ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

৮. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ঃ

তাঁরা ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের চাইতে আল্লাহর অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা না কারো ভালোবাসায় অতিরঞ্জিত করেন এবং না কারো দুশমনিতে সীমালঙ্গন করতঃ তাদের সাথে অশুভ আচরণ করেন এবং না কোন মহৎ ব্যক্তির মহত্বকে অস্বীকার করেন।

৯. জ্ঞান আহরনের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ হওয়ার কারণে তাদরে চিন্তা–চেতনা এবং প্রত্যেক অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকে, যদিও তাদের যুগ বা ভূখণ্ড ভিন্ন হউক।

১০. সকল মানুষের সাথে অনুগ্রহ, দয়া এবং উত্তম আচরণ করা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১. আল্লাহ, তাঁর কিতাব–আলকুরআন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, মুসলমানদের নেতাগণ

এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য নসীহত [১] করাও তাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

১২. মুসলমানদের সমস্যাদির গুরুত্ব দেওয়া এবং তাঁদেরকে সাহায্য করা এবং তাঁদের অধিকার সংরক্ষন করা এবং তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকাও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অশেষ মেহেরবাণীতে এই ক্ষুদ্র কাজটি সমাপ্ত হলো।

---

(১) আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হলো- তাঁর জন্য শিরক মুক্ত ইবাদত করা, তাঁর নাম ও গুণবাচক নাম সমূহের উপর বিশ্বাস রাখা, কুরআনের জন্য নসীহতের অর্থ কুরআনের পথ ধরে চলা, রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ- তাঁর রিসালাতকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর দেয়া সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করা।

تم بعون الله وتوفيقه ترجمة وإصدار هذا الكتاب
بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الروضة

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد

الرياض ١١٦٤٢ ص.ب ٨٧٢٩٩
هاتف ٤٩٢٢٤٢٢ فاكس ٤٩٧٠٥٦١

يسمح بطبع هذا الكتاب وإصداراتنا الأخرى بشرط
عدم التصرف في أي شيء ما عدا الغلاف الخارجي.

حقوق الطبع ميسره لكل مسلم

مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة

تأليف :

الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل

ترجمة :

أبو سلمان محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد

بنغالي - ١٠٧

مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة

تأليف

الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل

ترجمة

أبو سلمان محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد

The Co-operative office for Call & foreigners Guidance at

ردمك: ٥-٣-٩١٢٠-٩٩٦٠